সমাজ মনস্ক ‘অন্যস্বরের‘ কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত

অধ্যাপিকা ইরাবতী মন্ডল
দমদম মতিঝিল কলেজ

সমাজ মনস্ক বাংলা কবিতার যে ধারাটি ৪০এর দশকে সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, মঙ্গলা চরণ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশ দাশ প্রমুখ কবিদের লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ৫০এর দশকে পৌঁছে অমিতাভ দাশগুপ্ত তাকেই পরিনতি দিলেন তাঁর কবিতায়। ১৯৩৫ এর ২৫শে নভেম্বর কোলকাতায় কবির জন্ম হলেও তাঁর বাল্য জীবন কেটেছে অধুনা বাংলা দেশে। পরে একটু বড়ো হলে অবশ্য কোলকাতায় চলে আসেন । ১৯৫৪ কবি জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৎসর। এবছরই কবি সিটি কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তি হন এবং এবছরই ‘দেশ‘ পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।

অমিতাভ দাশগুপ্তর পারিবারিক জীবন, সাহিত্যজীবন আর রাজনৈতিক জীবন একসূত্রে গাঁথা। বলা যায় এগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, পারিবারিক সূত্রেই অমিতাভ কবিতা শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে রসবোধ পেয়েছিলেন । ছাত্রজীবনে সাহিত্য চর্চার সাথে সাথে রাজনীতির পাঠ ও নিয়েছিলেন। তিনি কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন । তিনি লিখেছেন ‘‘তৃষ্ণার্ত যেভাবে ঝর্ণার কাছে আসে, আমি সেভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এসেছি।‘‘ কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়, চারপাশের পরিবেশ থেকেই চিনে নিয়েছিলেন কমিউনিজমের পথকে বুঝতে শিখেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরেই মুক্তি আসবে। কবি বলেছেন ‘বছরের পর বছর চোখের ওপর দেখেছি, সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে কি অকল্পনীয় লড়াই চালিয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের বরানগরে একটির পর একটি উপনিবেশ গড়ে তুলতে। চটকল মজুরদের মহল্লায় গেছি বহুবার । অল্প বয়সেই তাঁদের একটি দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ঊনপঞ্চাশের কাকদ্বীপ এপিসোড তখন শেষ হয়ে গেছে। তবু কারা জানিনা সেদিন আমাদের হাতে হাতে গুঁজে দিয়েছিল বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ ইশতেহার । .....ঐ সময় থেকেই আজ পর্যন্ত কবিতা বা কবিতা নাম ধেয় যা কিছু লেখার চেষ্টা করেছি, তার মূল কেন্দ্রে রয়ে গেছে মানুষ।‘ চাকরি জীবনে প্রথমে আসানসোলের কয়লা কেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সাথে , এবং পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ির চা শ্রমিকদের সাথে মিশে যেতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি।

পরবর্তীকালে ঐ মানুষদের জীবন দৃষ্টিভঙ্গী , মুখের ভাষা - এসবই হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার ভাব ও বিষয়।

অমিতাভ দাশগুপ্তের আত্মপ্রকাশ ১৯৫৭তে (সমুদ্র থেকে আকাশ) , বিকাশ ১৯৬৪ (মৃত শিশুদের জন্য ট্রফি) তে আর প্রতিষ্ঠা ১৯৬৭ (মধ্যরাত ছুঁতে আর সাত মাইল)তে । বাংলা কবিতায় তখন কল্লোল যুগের শেষে কৃত্তিবাসী যুগ শুরু হয়ে গেছে । সামন্তবাদী স্থিতাবস্থায় আস্থাহীন মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বদল দিতে চাইছে সমাজ কাঠামোকে। গ্রামের কৃষক, কারখানার শ্রমিকের স্বপ্নে তখন বাসা গড়তে শুরু করেছে মাও সে তুং , লেনিন । মার্কসীয় শ্রেনীদ্বন্দ্ব ও বিকাশের তত্ত্বে তখন বিভোর উত্তেজিত বাঙালী মানস। এমন এক মুহূর্তে অমিতাভ দাশগুপ্ত এলেন বাংলা কবিতার জগতে । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাতে কবিতার হাতে খড়ি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় , পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃত্তিবাসী কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কবিতাও লেখেন কৃত্তিবাসে । তবে চারিত্রিক মেজাজে অমিতাভ কৃত্তিবাসী নন, এমন কি শুদ্ধ আন্দোলনেও তিনি যুক্ত করেন নি নিজেকে। বরং ঘোষনা করেছেন -

আমি যখন কবিতা লিখতে বসি
অরুণ বাবু বলেন -
এতো ইশতেহার হয়ে যাচ্ছে।
আমি যখন ইশতেহার লিখি
বরুণবাবু বলেন -
এতো ঠিক কবিতার মত শোনাচ্ছে।
তারপর থেকে
কারো কথায় কান না দিয়ে
বাকী জীবনভর
আমি শুধু কবিতার মত ইশতেহার
আর
ইশতেহারের মত কবিতা লিখে যেতে থাকি
(কবিতা ও ইশতেহার: আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও)

এই ঘোষণাই অমিতাভর কবি চরিত্রকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। এই চরিত্রটি আরো স্পষ্ট হয় তাঁর আত্ম কথায় যেখানে তিনি বলেন,''এখন আমার দেশে সাধারণভাবে রাজনীতি মনস্কতা বেড়েছে। এই মনস্কতা বৃদ্ধির স্বাভাবিক যখন হিসাবে দেখা যায় আধা ঔপনিববেশিক আধা সামন্তবাদী সামাজিক স্থিতাবস্থা মানুষেরা স্বীকার করে নিতে চাইছেন না। বাংলা দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তি ও দু-দুটি যুক্তফ্রন্টের উত্থান-পতন এ অস্থিরতাকে এখন ১৯৭০ এর গোড়ায় এক দিশাহারা জায়গায় ঠেলে দিয়েছে। একইসঙ্গে গত পনের বছর ধরে আমি এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন দীনকর্মী এবং মাঝারি বহরের কবিতা লেখক, প্রাণে ও কর্মে বারবার রাজনৈতিক ও সামাজিক বদল চেয়েছি,'' (১৯৭০ সাল 'কবিতা পরিচয়' পত্রিকার প্রশ্নমালা সূত্রে)। এই বোধের স্তর থেকে কথা বলেন বলেই অমিতাভ কবিতায় শুদ্ধতার তুলনায় সততায় বেশি সচেতন থাকেন। স্বদেশ ও সময়ের তীব্র ট্র্যাজেডির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন -

সে আমার সহোদরা
কুন্তী তাকে কোথায় রেখেছো
জল প্লাবনের ভঙ্গে তার নবজাত কণ্ঠা
স্তন নয়, সমুদ্রের নুন মেখে ভয়ঙ্কর কেঁদে উঠেছিল
কোন পুরাণের সূত্রধর
বন্ধা ঘরণীর বুক জুড়োতে পেরেছে তাকে রাজার মানিক
যার টানে হাহা বুকে দুধের সাগর নামে ,
ফাঁকা ঘর আলো -
সে আমার সহোদর
কুন্তী তাকে কোথায় রেখেছো? (সহোদর, নির্বাচিত কবিতা)

যখন দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার পড়ছে 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস', নকশালপন্থী যুবকদের বন্দুকের লড়াই ও আত্মাহুতি সংবাদপত্রের পাতায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, যখন সকালের ঘুমভাঙা চোখে দেখা যাচ্ছে বরানগর বেলেঘাটা বারাসাতের প্রান্তরে রক্তাক্ত গনহত্যা তখন সেই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি সত্যবাদী মানুষের মতনই প্রশ্ন করেছেন -

তোমার আত্মজ

কোন পুন্যে অষ্টাবক্র ?
হিসাব মেলাতে নও রাজি,
যদি কাজি, মহামাত্য নগর কোটাল
তোমার অজ্ঞাত নিয়ে খরসান অস্ত্র গড়ে,
ভ্রূক্ষেপহীন ছোঁড়ে ছুঁচলো গরম শিসা
এ ফোঁড় ও ফোঁড়,
মার্কসীয় নির্বানে তাকে কতদূর খেতে দেবে তুমি?
(ক্ষমা? কাকেক্ষমা / নির্বাচিত কবিতা)

কবি মার্কসীয় ব্যাখ্যার প্রতি আসক্ত হলেও ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিকে বিসর্জন দিতে চান নি। তিনি বলেন,‘‘ একজন কবি নানাভাবে লিখতে পারে, সে তো সবসময় মাথার উপর হাত তুলে নেই । কখনো কখনো সে বিষন্ন হয়। কখন ও তো তার গলাটা ভেঙে যায়। সে যেমন একটা বাইরের জীবনে আছে, আবার একটা ব্যক্তিগত অর্ন্তলীন জীবনেও তো সে আছে,‘‘ (শিলীন্ধ্র জানু - জুন ১৯৯৬) তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যে এই অর্ন্তলীন জীবনের কথা উঠে এসেছে। তবে মিষ্টি প্রেমের কবিতাতেও তিনি একান্তই ব্যক্তির স্বরে বাঁধা পড়েন নি। নিজের ব্যক্তিক অনুভূতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সামাজিক প্রেক্ষাপটে। তাঁর প্রেমের কবিতাতেও আমরা অন্য ডাইমেনশান খুঁজে পাই যখন শুনি -

একটি নেহাত যুবক এবং একটি কাঁচা মেয়ে
ইচ্ছে হাওয়ায় পাল খাটিয়ে নৌকাখানি বেয়ে
মাটির বুকে পা ফেলে আছ এমন আত্মহারা
ভয় ধরানো ভীষণ কাছে বসল
হাহা হাওয়ায় হঠাৎ কখন ঘনিয়ে এল রাত
অন্ধকারে নিবিড় সুখে ধরল তারা হাত
আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিল, বৃষ্টি ঢেলে জলে
সেই ছবিটি মাটির পটে তেমনি অবিকল
কৃষ্ণ রাধার মতন দোলে ইচ্ছে হাওয়া পেয়ে
একটি নেহাত যুবক এবং একটি কাঁচা মেয়ে।
(রাধার জন্য - সমুদ্র থেকে আকাশ)

অমিতাভর কবিতায় প্রেম সমগ্রের মধ্যে রূপ পায়। তাঁর প্রেমের কবিতা শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে উজ্জীবনের মন্ত্র হয়ে ওঠে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাই বলেন, ''সূক্ষ্ম ব্যক্তিক অনুভব ও আবেগ এবং ব্যপ্ত জীবনও জগতের চেতনালব্ধ সুসামঞ্জস্য মননের মিশ্র আধার অমিতাভর কবিতা । তাঁর কবিতায় ব্যক্তিক অনুভূতি সামাজিক তাৎপর্যে পরিশীলিত হয়ে নান্দনিক মূল্য পায়।'' শঙ্খ ঘোষের কথাতেও এই ভাবনার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন ,''তাঁর কবিতা এখন কেবলই প্রাণবান, আবেগময়, শব্দ স্রোতে উদ্বেল। ব্যক্তিগত ক্ষত আর সামাজিক সঙ্কট বোধকে একই সঙ্গে তিনি জড়িয়ে নেন তাঁর কবিতায়। ফলে অমিতাভর কবিতায় প্রেম এক নতুন তাৎপর্য বহন করে আনে। ''তাঁর নির্বাচিত কবিতার' একটি কবিতা

যেভাবে নদী খর সমুদ্রটানে
ঘুঙুরে ঝঞ্ঝা উদাত্ত গানে গানে
পাথরের বুকে ফাটিয়ে শিমূল রঙ্গে
চিত্রীকে ডাকে নানাবর্নিকা ভঙ্গে
তেমনি তোমার নামের অক্ষমালা
কখন জাগাবে স্বপ্নের ভৈরবী
বুকে রেখে গেলে বজ্রমনির জ্বালা
অঙ্গারে কেন আঁকতে শিখিনি ছবি?
(বুকে রেখে গেলে বজ্রমনির জ্বালা)

সমাজ মনস্ক কবিতার পাশাপাশি অমিতাভর প্রেমের স্বরে কথা বলেছেন যে স্বর কৃত্তিবাস থেকে বহুদূরের শক্তি-সুনীল-শঙ্খের থেকে আলাদা, আবার সমকালীন রাম বসু তরুণ সান্যালের কাছাকাছি হলেও ভিন্ন ধর্মী। আর সে স্বর শুনতে শুনতে পাঠকের মনে হয় অমিতাভ কবিতার মত ইশতেহার আর ইশতেহারের মত কবিতা লিখে চলেছেন। এ এক অনন্য প্রয়াস

তথ্যসূত্র -

১। একালের কবিতা বিষয়ে ও শৈলিতে - সুব্রত রায়চৌধুরী

পরিচিতি : অধ্যাপিকা ইরাবতী মন্ডল, দমদম মতিঝিল কলেজ, আর.জি. ১৭/৫ রঘুনাথপুর সরকার বাগান, কোলকাচা - ৭০০০৫৯, ফোন নং - ৮২৪০৯৩০০৪৯